অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন

প্রথম দিনের ভাইভায় যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন প্রার্থীরা

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের ভাইভা চলছে। প্রথম দিনে মোট দশটি বোর্ডে দুই ব্যাচে ভাইভায় অংশ নেন প্রার্থীরা। প্রথম ব্যাচের পরীক্ষা সকাল সাড়ে ৯টায় ও দ্বিতীয় ব্যাচের পরীক্ষা বেলা সাড়ে ১১টায় শুরু হয়। ২৭ অক্টোবর স্কুল-২ পর্যায়ের ২০১০০০২৪৮ থেকে ২০১০৬১৮০১ রোল নম্বরধারীদের পরীক্ষা হয়। প্রথম দিন মোট ৬৩০ জন প্রার্থীর ভাইভা নেয়া হয়।

প্রথম দিনে যারা ভাইভা দিয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতার কথা দৈনিক শিক্ষাডটকমকে জানিয়েছেন তারা। নওগাঁ জেলা থেকে আসা মোহাম্মদ জাহিদ হাসান দৈনিক শিক্ষাডটকমকে বলেন, প্রশ্ন এতো বেশি কঠিন হয়নি। আমাকে বাংলা থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে শব্দ কাকে বলে এবং ইংরেজি ট্রান্সলেশন জিজ্ঞাসা করেছিলো। আমি দুইটা প্রশ্নই পেরেছি এবং আমি সন্তুষ্ট।

আরেক প্রার্থী বলেন, ভাইভাতে প্রায় ৩-৪ মিনিট ছিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় আমি কোথা থেকে এসছি এবং আমি কেনো মাদরাসায় টিচিং প্রফেশনটা বেছে নিয়েছি।

এনটিআরসিএতে কর্মরত এক কর্মকর্তা দৈনিক শিক্ষাডটকমকে জানান, আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় এবং সচিব মহোদয় বৃহস্পতিবার ব্রিফে বলেছেন প্রার্থীদের সাথে যারা আছেন তাদেরকে বাহিরে বসতে দেবেন এবং যারা প্রার্থী আছেন শুধুমাত্র তারাই ভিতরে আসবেন। তাদের সাথে আমরা যেনো সদয় থাকি, ভালো ব্যবহার করি, বোর্ডে বসিয়ে দিয়ে আসি এবং উচ্ছৃঙ্খলভাবে করো সঙ্গে কথা না বলি সে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

প্রসঙ্গত, মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অবশ্যই সব শিক্ষা সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট, এনআইডি বা জন্ম নিবন্ধন সনদ ও লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে আনতে হবে। যেহেতু এবার ভাইভার জন্য আলাদা প্রবেশপত্র দেয়া হয়নি, তাই লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রই মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে।

এর আগে গত মঙ্গলবার বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) এক বিজ্ঞপ্তিতে মৌখিক পরীক্ষা শুরুর তারিখ জানানো হয়। শিগগিরই দ্বিতীয় ধাপের ভাইভার তালিকা প্রকাশ করা হবে। পর্যায়ক্রমে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোট ৮৩ হাজার ৮৬৫ জন প্রার্থী ভাইভায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাবেন।

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন

দ্বিতীয় দিনের ভাইভায় যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন প্রার্থীরা

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের ভাইভা চলছে। দ্বিতীয় দিনে মোট দশটি বোর্ডে দুই ব্যাচে ভাইভায় অংশ নেন প্রার্থীরা। প্রথম ব্যাচের পরীক্ষা সকাল সাড়ে ৯টায় ও দ্বিতীয় ব্যাচের পরীক্ষা বেলা সাড়ে ১১টায় শুরু হয়। ২৮ অক্টোবর স্কুল-২ পর্যায়ের ২০১০৬১৯১৫ থেকে ২০১১১২৮১৮ রোল নম্বরধারীদের পরীক্ষা হয়। দ্বিতীয় দিন মোট ৬০০ জন প্রার্থীর ভাইভা নেয়া হয়। প্রথম দিন (২৭ অক্টোবর) ২০১০০০২৪৮ থেকে ২০১০৬১৮০১ রোল নম্বরধারীদের পরীক্ষা হয়। প্রথম দিন মোট ৬৩০ জন প্রার্থীর ভাইভা নেয়া হয়।

দ্বিতীয় দিনে যারা ভাইভা দিয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতার কথা দৈনিক শিক্ষাডটকমকে জানিয়েছেন তারা।

মানিকগঞ্জ থেকে ভাইভা পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন মাসুমা মেহেরিন তিশা। তিনি পড়াশোনা করেছেন ইংরেজি বিষয় নিয়ে। তিনি বলেন, আমাকে প্যাসিভ ভয়েস করতে দেয়া হয়েছিলো। লেট মি ডু দ্যা ওয়ার্ক এটাকে প্যাসিভ করতে বলেছিলো। একজন ম্যাডাম আমাকে জ্ঞানী যুক্তবর্ণকে ভেঙে দেখাতে বলেছিলো। এছাড়াও আমি কোথা থেকে পড়াশোনা করেছি সেটা জানতে চেয়েছিলো।

নরসিংদী থেকে আসা সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, আমি সমাজবিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশোনা শেষ করেছি। আমি প্রায় দুই মিনিট ভাইভা বোর্ডে উপস্থিত ছিলাম। আমাকে নিজ জেলার কবি শামসুর রহমান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো। সমাজবিজ্ঞানের জনক কে প্রশ্নটির উত্তর লিখতে দেয়া হয়েছিলো। পাশাপাশি বাংলা সমাস থেকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল।

সাকিবুর রহমান চাঁদপুর জেলা থেকে ভাইভা পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। তিনি অর্থনীতি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। তিনি বলন, এটি আমার প্রথম ভাইভা ছিলো ও প্রত্যেকটা শিক্ষক অনেক বিনয়ের সাথে প্রশ্নগুলো করেছেন। যেহেতু আমি অর্থনীতির ছাত্র; আমাকে অর্থনীতি বিষয় থেকে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিলো। বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কি সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিলো। পাশাপাশি বাংলা বাগধারা থেকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিলো। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। সব মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমি সন্তুষ্ট।

ফরিদপুর বোয়ালমারি থেকে আসা রবিন বিশ্বাস বলেন, এটা আমার জীবনের প্রথম ভাইভা পরীক্ষা ছিলো। স্যাররা অনেক আন্তরিক, আমাকে মোট পাঁচটি প্রশ্ন করা হয়েছিলো। সোনায় সোহাগা, ইঁদুর কপালে, একাদশে বৃহস্পতি এর অর্থ কি। বৃষ্টি পড়ে ও বৃষ্টি হচ্ছে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে বলেছিলেন। আমার ভাইভা দিতে সময় লেগেছে চার থেকে পাঁচ মিনিট।

ফরিদপুর থেকে ভাইভা দিতে আসা সুজন মাতব্বর নামে এক প্রার্থী বলেন, আমি উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছি। শুরুতেই আমার নাম ও বাবা মায়ের নাম জানতে চাওয়া হয়েছিলো। বাংলা সাহিত্য (পল্লী কবি) থেকে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিলো। পাশাপাশি আমার নিজ জেলা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অবশ্যই সব শিক্ষা সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট, এনআইডি, জন্ম নিবন্ধন সনদ ও লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে আনতে হবে। যেহেতু এবার ভাইভার জন্য আলাদা প্রবেশপত্র দেয়া হয়নি, তাই লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রই মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে।

এর আগে গত মঙ্গলবার বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) এক বিজ্ঞপ্তিতে মৌখিক পরীক্ষা শুরুর তারিখ জানানো হয়। শিগগিরই দ্বিতীয় ধাপের ভাইভার তালিকা প্রকাশ করা হবে। পর্যায়ক্রমে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোট ৮৩ হাজার ৮৬৫ জন প্রার্থী ভাইভায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাবেন।

ঢাকা
বর্ষ ১২
সংখ্যা ১৬৪
রেজিঃ নং ডিএ-৬২৬৬
পৃষ্ঠা ৮ । মূল্য : ৫ টাকা

দৈনিক
আমাদের বার্তা
আমরা আমাদের মতো

বুধবার ৩০ অক্টোবর ২০২৪ | ১৪ কার্তিক ১৪৩১ | ২৬ রবিউস সানি ১৪৪৬

দৈনিক শিক্ষা ডটকম
dainikshiksha.com

তৃতীয় দিনের ভাইভায় যেসব প্রশ্ন

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন

ইংলিশ লিটারেচারের সনেটের ফাদার কে ও আমি কোনো সনেট পছন্দ করি কিনা জানতে চেয়েছে

মো. হারুনুর রশিদ
চুয়াডাঙ্গা

জিরান্ড, ইনফিনিটিভ টু ও প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর উদাহরণ দিতে বলেছে

নওরিন ইসলাম নিপা
যশোর

পার্টস অব স্পিস সম্পর্কে ও আমার জেলার বিখ্যাত এক ব্যক্তির নাম জানতে চেয়েছিলো

সবুজ মণ্ডল
খুলনা

■ সাবিহা সুমি, আমাদের বার্তা

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের ভাইভার প্রথম ধাপে গতকাল মঙ্গলবার ছিলো তৃতীয় দিন। এদিন যারা ভাইভা দিয়েছেন, তারা দৈনিক আমাদের বার্তাকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। পিরোজপুর জেলা থেকে ভাইভায় অংশ নিতে আসেন তাহেরা আক্তার। তিনি বলেন, আমার বিষয় বিএড অনার্স। আমার অভিজ্ঞতা খুবই ভালো। শিক্ষকরা অনেক বেশি বন্ধুসুলভ। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কোন জেলা থেকে এসেছি এবং কোন বিষয়ে অনার্স করেছি। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর একটা উদাহরণ দিতে বলেছেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেছেন, ক্লাসে ১০০ শিক্ষার্থী কীভাবে ম্যানেজ করবেন।

চুয়াডাঙ্গা থেকে আসা মো. হারুনুর রশিদ বলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আমি পড়াশোনা কন্টিনিউ করেছি কিনা। ইংরেজি লিটারেচার থেকে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে। ইংলিশ লিটারেচারের সনেটের ফাদার কে ও আমি কোনো সনেট পছন্দ করি কিনা।

যশোর থেকে আসা নওরিন ইসলাম নিপা বলেন, ইন্টারভিউ সব মিলিয়ে ভালো হয়েছে। কিন্তু একটু নার্ভাস ছিলাম। কারণ জানা প্রশ্নগুলো হঠাৎ করে মনে আসছিল না। প্রথমত আমার নাম জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ও আমি কোথায় পড়াশোনা করি কোন বিষয়ে তা জাততে চাওয়া হয়েছিল। আমি যখন বললাম, পদার্থবিজ্ঞানে পড়ি। তখন জিজ্ঞাসা করলো, নিউটনের থার্ড ল' সম্পর্কে ইংলিশে কিছু বলতে। গ্রামার থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলো- জিরান্ডের একটি উদাহরণ, ইনফিনিটিভ টু এর উদাহরণ ও প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর একটা উদাহরণ দিতে বলেছেন।

যশোর থেকে আসা আরেক প্রার্থী মো. সবুজ হোসেন বলেন, এটা আমার প্রথম ভাইভা ছিল। ভাইভাতে যাবার আগে আমি অনেক টেনশনে ছিলাম। আমি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পড়াশোনা পড়েছি। ভাইবার অভিজ্ঞতা অনেক ভাল ছিলো। প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দুইটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে। দুইটা প্রশ্নের উত্তরই আমি পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। যেহেতু আমি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের, তাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো জিরান্ড এবং পার্টিসিপলের পার্থক্য। ভাইভাতে আমি ২ মিনিট ছিলাম।

খুলনা জেলা থেকে আসা সবুজ মণ্ডল বলেন, বাংলা এবং ইংরেজি বিষয়ের ভাইভা ছিল। আমাকে ইংলিশ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল- পার্টস অব স্পিস সম্পর্কে। আমার জেলার বিখ্যাত এক ব্যক্তির নাম জানতে চেয়েছিলো। ভাইভাতে আমি ২-৩ মিনিট ছিলাম।

তৃতীয় দিনে মোট দশটি বোর্ডে দুই ব্যাচে ভাইভায় অংশ নেন প্রার্থীরা। প্রথম ব্যাচের পরীক্ষা সকাল সাড়ে ৯টায় ও দ্বিতীয় ব্যাচের পরীক্ষা বেলা সাড়ে ১১টায় শুরু হয়। গতকাল স্কুল-২ পর্যায়ের ২০১০৬১৯১৫ থেকে ২০১১১২৮১৮ রোল নম্বরধারীদের

>> ২-এর পাতায় দেখুন

তৃতীয় দিনের ভাইভায় যেসব প্রশ্ন

শেষ পাতার পর

মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অংশ নেয়। তৃতীয় দিন মোট ৬০০ জন প্রার্থীর ভাইভা নেয়া হয়। আজ বুধবার ২০১১৭১৬৪৩ থেকে ২০১২৫৩৫৩৫ রোল নম্বরধারীদের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ভাইভা অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে গত রোববার এই ভাইভা শুরু হয়। আগামী নভেম্বর অবধি প্রথম ধাপের ভাইভা অনুষ্ঠিত হবে। শিগগিরই দ্বিতীয় ধাপের ভাইভার সূচি প্রকাশ করবে এনটিআরসিএ। পর্যায়ক্রমে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোট ৮৩ হাজার ৮৬৫ জন প্রার্থী ভাইভায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাবেন।

মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অবশ্যই সব শিক্ষা সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট, এনআইডি বা জন্ম নিবন্ধন সনদ ও লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে আনতে হবে। যেহেতু এবার ভাইভার জন্য আলাদা প্রবেশপত্র দেয়া হয়নি, তাই লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রই মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে।

এর আগে গত ২২ অক্টোবর বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) এক বিজ্ঞপ্তিতে মৌখিক পরীক্ষা শুরুর তারিখ জানানো হয়।

তার আগে গত ১৪ অক্টোবর অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে এনটিআরসিএ। গড় পাসের হার ছিলো ২৪ শতাংশ। তার আগে গত ১৫ মে ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। তাতে গড় পাসের হার ছিলো ৩৫ দশমিক ৮০ শতাংশ। স্কুল ও কলেজ পর্যায় মিলিয়ে মোট পাস করেন চার লাখ ৭৯ হাজার ৯৮১ জন চাকরিপ্রার্থী। গত ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারিতে ১৮ লাখ ৬৫ হাজার ৭১৯ জন আবেদন করলেও পরীক্ষায় অংশ নেন ১৩ লাখ ৪০ হাজার ৮৩৩ জন।

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন

চতুর্থ দিনের ভাইভায় যেসব প্রশ্ন

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের ভাইভার প্রথম ধাপে গতকাল বুধবার ছিলো চতুর্থ দিন। এদিন যারা ভাইভা দিয়েছেন তারা দৈনিক আমাদের বার্তাকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন

আতিকা কোহিনুর
নেত্রকোনা

নেত্রকোনা থেকে আসা আতিকা কোহিনুর বলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে আমি কোন পর্যায়ে পরীক্ষা দিয়েছি ও আমি কী কী পড়াতে পারবো। বাংলা বর্ণমালা প থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে এবং আমি কোন বিষয়ে পড়াশোনা করেছি এটা জানতে চেয়েছে। আমি প্রাণিবিদ্যায় পড়াশোনা করছি। তাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছে প্রাণিবিদ্যার ইংরেজি কি এবং বানান কি।

ছাসেল মাহমুদ
কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া থেকে হাসান মাহমুদ বলেন, আমি ভাইবা বোর্ডে ২-৩ মিনিট ছিলাম। আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি কোন বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করেছো। আমি ইংরেজি বিভাগ থেকে পড়াশোনা করেছি এবং এ বিষয় থেকে আমাকে প্রশ্ন করেছে, প্রোনাউন কাকে বলে কত প্রকার ও কি কি। ইমপারসনাল প্রোনাউন এর উদাহরণ দিতে বলেছে। সমাস কাকে বলে, সন্ধি কাকে বলে, বহুব্রীহি সমাসের একটা উদাহরণ বলতে বলেছে।

খাদিজা
সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ থেকে খাদিজা বলেছেন, আমি ফিজিক্সে অনার্স করছি। আমাকে প্রশ্ন করেছে গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার, টেন্স থেকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেনস্ এর একটা উদাহরণ দিতে বলেছিল।

আরিফুল ইসলাম
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ থেকে আরিফুল ইসলাম বলেছেন, আমার ভাইভা খুব ভালো হয়েছে, আশা করি আমি উত্তীর্ণ হব। আমাকে সমাস এবং বাগধারা থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে। সমাস থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে বীণাপাণি এর ব্যাসবাক্য, এটা কোন সমাস।

তাসলিমা আক্তার
লক্ষীপুর

লক্ষ্মীপুর জেলা থেকে তাসলিমা আক্তার বলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করে লক্ষ্মীপুর জেলার দুইটা বৈশিষ্ট্য ও পার্টস অব স্পিচ কত প্রকার, অ্যাডভার্ব কাকে বলে। এক কথায় প্রকাশ থেকে জিজ্ঞাসা করে ইতিহাস লেখেন যিনি ও ইতিহাস রচনা করেন যিনি।

উম্মে কাশি
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে এসেছি, আমার নাম হচ্ছে উম্মে কাশি মাকুল। আমি আমার সাবজেক্ট ছিল ভাষা এর মধ্যে হচ্ছে বাংলা ইংরেজির থেকে আমাকে প্রশ্ন করে। আমি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি। তো ওনারা প্রথম আমাকে প্রশ্ন করেছে তো আপনি সাংবাদিকতা না করে কেন আপনি এই পেশায় আসছেন। তো আমি বললাম যে আমি আমার ফ্যামিলিকে সময় দিতে পারব আমাকে বাক্য কাকে বলে। তারপর হচ্ছে যে বাক্যের কত অংশ। আমাকে ভয়েজ থেকে প্রশ্ন করেছিল।

তারপরে আরও কোশ্চেন করেছিল। বাক্য কাকে বলে? শব্দ কাকে বলে? বাক্যের কয়টা অংশ? গঠন অনুযায়ী শব্দ কত প্রকার তো আমি সবগুলোর উত্তর দিয়েছি।

রোকসানা খাতুন
রাজশাহী

রাজশাহী থেকে মোসাম্মৎ রোকসানা খাতুন বলেন, ১৮তম নিবন্ধনের প্রথম দুইটা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে আমি ভাইভা দিতে আজকে এসেছি। হলরুমে তিনজন টিচার ছিলেন সবাই প্রায় আমাকে প্রশ্ন করেছেন আমাকে প্রথমে এবং বাসা কোথায় সেটা জিজ্ঞাসা করেছে, তারপরে জিজ্ঞাসা করেছে যে সমাস কাকে বলে? বলেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো উত্তর দিতে পেরেছি।

তারপর প্রশ্ন করেছে যে অপাদান কারক কাকে বলে? এটা বলেন তো বলেছি। আপনারা কয় ভাই বোন এটা জিজ্ঞাসা করেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করেছে চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ এটা ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করুন। এই কয়টা প্রশ্ন করেছে পাঁচ মিনিটের মতো ছিলাম।

সুমির হোসেন
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের সুমির হোসেন রাকিব বলেন,ভাইভা বোর্ড মোটামুটি খুবই কঠিন ছিল আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করছে আমার পড়াশোনা শেষ হয়েছে কিনা তারপর আমি বললাম। তারপর প্রসেসিভ এক্সেকটিভ সম্বন্ধে ধরছে প্রসেসিভ প্রোনাউন। তারপর অনুবাদ জিজ্ঞেস করেছে যে ঢাকা কোন দেশের রাজধানী। তারপর ডব্লিউএক্সকিউশন এই ব্যাপারে ধরেছে। মোটামুটি সবগুলাই পারছি। অনেক ভালো ভাইভা হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম ইজ আওয়ার ন্যাশনাল পয়েট এটা কে ডব্লিউএক্সকিউশন করার জন্য। তারপর হচ্ছে প্রসেসিভ প্রোনাউন দিয়ে একটা এক্সামপল দেওয়ার জন্য বলেছিল আর কি। এই পর্যন্তই আর কি।

জুয়েদা
রংপুর

আমার নাম জুয়েদা আমি আসছি রংপুর থেকে। তো ভাইভাতে আলহামদুলিল্লাহ ভালই ছিল সবকিছু। ওনারা খুবই ফ্রেন্ডলি প্রশ্ন করেছেন খুব বেশি সময় লাগেনি, দুই একটা প্রশ্ন করেছেন নাম জিজ্ঞাসা করেছেন কোথা থেকে এসেছি।

কোন বিষয়ে পড়াশোনা করেছি এগুলো। আমার সাবজেক্ট থেকে একটা প্রশ্ন করেছে ফিজিক্স। ফিজিক্স থেকে একটা প্রশ্ন করেছে আর বাংলা ভাষা থেকে করেছে। বাংলা ভাষা থেকে যে লিঙ্গ কত প্রকার এই একটা করেছে আরেকটা করেছে শব্দ থেকে উৎপত্তিগত দিক থেকে শব্দ কত প্রকার?

কাউসার আহমেদ
সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ থেকে কাউসার আহমেদ বলেন, ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনের ভাইভা ছিল।

এনটিআরসি থেকে ভাইভা আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করল আপনি কোন ডিপার্টমেন্টে পড়েন? আপনি কোথা থেকে আসছেন আমার পরিচয়টা জিজ্ঞেস করল আপনি যেহেতু ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করেছেন তাহলে ম্যামের সাথে কথা বলুন। টেন্স থেকে কিছু ধরছে তারপর একটা ট্রান্সলেশন ধরছে তারপর বাংলা ব্যাকরণে একটা বানান ধরছে যে এটা লেখো,আর একটা ধরছে সেটা হচ্ছে ভাষা থেকে এইতো।

নাসরিন পারভীন
নওগাঁ

আমার নাম মোছাম্মেদ নাসরিন পারভীন আমি নওগাঁ জেলা থেকে এসেছি। মোটামুটি তিন থেকে চার মিনিট ছিলাম আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। কিসে পড়াশোনা করছি।

সাবজেক্টিভ কিছু প্রশ্ন ছিল।যেমন উদ্ভিদের প্রতিশব্দ। জেলা নিয়ে একটি কোশ্চেন ছিল যে নওগাঁ জেলায় বিখ্যাত কি? একটা স্থানের নাম সেটা আমি বলেছি পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার।

তারপর জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এটা অন্য কোন নাম আছে কিনা? তারপর ওনারা আমাকে আর্টিকেল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন আর্টিকেলের বাংলা কি? বাংলায় কয়েকটি আর্টিকেল আর কি পদাশ্রিত নির্দেশক এগুলো তারপর উনি জিজ্ঞেস করেছিল যে আমি এই এন্ট্রিসে চাকরিতে আসছি এটার বেতন কত জানে কিনা বা এটা কততম গ্রেডের চাকরি এই বেতনে আমি চলতে পারব কিনা।

আরেকটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন করতে বলেছিল তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বসবাস করে এটা ট্রান্সলেশন করতে বলেছে।

কুলসুম আক্তার
পিরোজপুর

পিরোজপুরের মোছাম্মৎ কুলসুমা আক্তার বলেন, আমাকে বাংলা এবং ইংরেজি থেকে প্রশ্ন করেছে প্রথমে করেছে সমাস কাকে বলে? তারপর সেনটেন্স কত প্রকার? কয়েকটা ভোকাবুলারি লিখতে দিল, সিঙ্গুলার প্লুরাল এর থেকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল, দুইটা ট্রান্সলেশন জিজ্ঞেস করল আমি চা খেতে পছন্দ করি সে গান শুনতে পছন্দ করে।

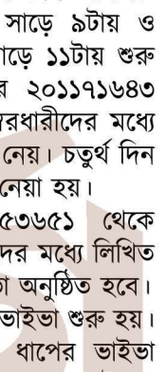

রেজওয়ানুল হক
রংপুর

রংপুর থেকে রেজানুল হক সাব্বির, স্যারদের ব্যবহার খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। আমাকে ট্রান্সলেশন এবং ভয়েস জিজ্ঞাসা করেছে। ট্রান্সলেশন জিজ্ঞাসা করেছে পাখি আকাশে ওরে, গরু ঘাস খায়, গরু ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকে। আমি ভাইভাতে ৩ থেকে ৪ মিনিট ছিলাম।

মনিয়া খাতুন
নওগাঁ

নওগাঁ থেকে মনিয়া খাতুন বলেন, আমি রাজশাহীতে লেখাপড়া করি। আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি কোন কলেজ থেকে এসেছি, প্রকৃতি প্রত্যয় সম্পর্কে বলতে বলেছে, ট্রান্সলেশন জিজ্ঞাসা করেছিল, নির্দেশক বলতে কি বুঝি বলতে বলেছিলো। আরো জিজ্ঞাসা করে আর্টিকেল মূলত কয়টা, এমএ এবং ইউনিভার্সিটি এর আগে কোন আর্টিকেল বসবে।

এক কথায় প্রকাশ ধরেছিল জল দেয় যে তাকে কি বলে, আগে পিছে বিবেচনা না করে কাজ করে তাকে কি বলে।চতুর্থ দিনে মোট দশটি বোর্ডে দুই ব্যাচে ভাইভায় অংশ নেন প্রার্থীরা। প্রথম ব্যাচের পরীক্ষা সকাল সাড়ে ৯টায় ও দ্বিতীয় ব্যাচের পরীক্ষা বেলা সাড়ে ১১টায় শুরু হয়। গতকাল স্কুল-২ পর্যায়ের ২০১১৭১৬৪৩ থেকে ২০১২৫৩৫৩৫ রোল নম্বরধারীদের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অংশ নেয়। চতুর্থ দিন মোট ৬০০ জন প্রার্থীর ভাইভা নেয়া হয়।

আজ বৃহস্পতিবার ২০১২৫৩৬৫১ থেকে ২০২০০৪০০২ রোল নম্বরধারীদের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ভাইভা অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে গত রোববার এই ভাইভা শুরু হয়। আগামী নভেম্বর অবধি প্রথম ধাপের ভাইভা অনুষ্ঠিত হবে। শিগগিরই দ্বিতীয় ধাপের ভাইভার সূচি প্রকাশ করবে এনটিআরসিএ।

পর্যায়ক্রমে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোট ৮৩ হাজার ৮৬৫ জন প্রার্থী ভাইভায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাবেন।

মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অবশ্যই সব শিক্ষা সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট, এনআইডি বা জন্ম নিবন্ধন সনদ ও লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে আনতে হবে। যেহেতু এবার ভাইভার জন্য আলাদা প্রবেশপত্র দেয়া হয়নি, তাই লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রই মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে।

এর আগে গত ২২ অক্টোবর বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) এক বিজ্ঞপ্তিতে মৌখিক পরীক্ষা শুরুর তারিখ জানানো হয়।

তার আগে গত ১৪ অক্টোবর অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে এনটিআরসিএ। গড় পাসের হার ছিলো ২৪ শতাংশ। তার আগে গত ১৫ মে ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। তাতে গড় পাসের হার ছিলো ৩৫ দশমিক ৮০ শতাংশ। স্কুল ও কলেজ পর্যায় মিলিয়ে মোট পাস করেন চার লাখ ৭৯ হাজার ৯৮১ জন চাকরিপ্রার্থী।

গত ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারিতে ১৮ লাখ ৬৫ হাজার ৭১৯ জন আবেদন করলেও পরীক্ষায় অংশ নেন ১৩ লাখ ৪০ হাজার ৮৩৩ জন।

শিক্ষক নিবন্ধন

পঞ্চম দিনের ভাইভায় যেসব প্রশ্ন

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের ভাইভার প্রথম ধাপে গতকাল বৃহস্পতিবার ছিলো পঞ্চম দিন। এদিন যারা ভাইভা দিয়েছেন তারা দৈনিক আমাদের বার্তাকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন

মো. রাজিব বাবু
গাজীপুর

গাজীপুর থেকে আসা মো. রাজিব বাবু বলেন,আমি এসেছি স্কুল ২ পর্যায়ের এর ভাইভা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এনটিআরসিএ কার্যালয়ে, ফার্স্ট শিফটে আমার ভাইভা শুরু হয়েছিল ।আমার ভাইভা অভিজ্ঞতার কথা যদি বলি আমার এক মিনিট সময় লেগেছে ভাইভা দিতে, আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে প্রথমে জিজ্ঞেস করেছে তোমার নাম কি বললাম, কোথা থেকে এসেছো বললাম, এবং তোমার কোন সাবজেক্ট আমি বললাম ইংরেজিতে পড়ি, তারপর জিজ্ঞেস করল সাবজেক্ট কি এবং প্রেডিকেট কী বললাম, তারপর জিজ্ঞেস করল একটা সেন্টেন্সের তো এই দুইটাই অংশ আমি বললাম জি, এরপর আমাকে উপসর্গ দিয়ে প্রশ্ন করল, উপসর্গের কাজ কি বললাম, উপসর্গ দিয়ে একটি বাক্য তৈরি করো,আমি বললাম ভাত একটি শব্দ ভাতের সাথে উপসর্গ প্র যুক্ত করলে হয় প্রভাত,।প্রভাত মানে সকাল তারপর অন্যান্য স্যারেরা বলল তোমাকে আর ধরার কিছুই নেই বোঝা যায়, তাই সবশেষে বলা যায় আজকের ভাইভা ইনশাআল্লাহ খুব ভালো হয়েছে।

সানজিদা খাতুন
নওগাঁ

নওগাঁ থেকে আসা সানজিদা খাতুন বলেন,ইংলিশ ও জেনারেল নলেজে ভাইভা পরীক্ষা ছিল। প্রথমত আমার নাম ও জেলার নাম জিজ্ঞেস করেছে, কোথায় পড়াশোনা করি এগুলোর উত্তর দেয়ার পর আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে পলাশীর যুদ্ধ কখন হয় এবং সেনটেন্স কাকে বলে? ভাষা কাকে বলে বর্ণ কি অক্ষর কি বাক্য কি এগুলি জিজ্ঞেস করেছে। তিন চার মিনিটের ভাইভা পরীক্ষা দিয়েছি এটাই আমার প্রথম ভাইভা, আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রী, আমি রিটেনেও পরীক্ষা দিয়ে টিকেছি সেজন্যই ভাইভা দেয়ার জন্য রাজশাহী থেকে ঢাকা এসেছি।

নুরুদ্দিন
গাইবান্ধা

গাইবান্ধা থেকে বলেন, আমি পরীক্ষা দিতে এসেছি ইবতেদায়ী শিক্ষক ভাষা বাংলা ও ইংরেজি, এটি আমার প্রথম ভাইভা ছিল আলহামদুলিল্লাহ আমি আনেক খুশি। ভাইভা রুমে ৪-৫ মিনিট ছিলাম। আমাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল যেমন :একটি সার্থক বাক্যের কয়টি গুণ থাকে এবং একটিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েস লিখতে দেয়া হয়েছিল। কিছু বাংলা শব্দ লিখতে দেয়া হয়েছিল যেমন: ফটোস্টেট, আকাঙ্ক্ষা।

হুমায়ুন কবির
গাইবান্ধা

গাইবান্ধা থেকে হুমায়ুন কবির বলেন, আমি পরীক্ষা দিতে আসছি ইবতেদায়ী জেনারেল শিক্ষক ভাষা বিষয়ক। আমাকে তিনটি প্রশ্ন

করা হয়, প্রথম প্রশ্নটি ছিল বাংলাদেশের জাতীয় কবি কে? উত্তর হবে কাজী নজরুল ইসলাম। তারপর আমাকে বলা হয় ওনার একটা উপাধি ছিলো সেটা কি? উত্তর : উপাধি ছিল বিদ্রোহ কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

তারপরে প্রশ্নটি ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থের নাম কি এবং কোন কাব্যগ্রন্থের জন্য উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ? আরো প্রশ্ন ছিলো কবি জসীমউদ্দীন ওনাকে কেন পল্লী কবি বলা হয়। সর্বশেষ প্রশ্নটি ছিল আমার নিজে গ্রাম সম্পর্কে ইংরেজিতে একলাইন বলা। আলহামদুলিল্লাহ আমার উত্তরে স্যাররা অনেক সন্তুষ্ট ছিলেন।

সৌরভ হাসান
গাইবান্ধা

গাইবান্ধা থেকে সৌরভ হাসান বলেন, ভাইভা বোর্ডে দুজন ম্যাডাম একজন স্যার ছিলেন সবাই অনেক আ ন্ত রি ক । আ মা কে মোট সাতটি প্রশ্ন করা হয়েছিল,পাঁচটি সঠিক উত্তর দিতে পারলেও বাকি দুইটা পারিনি।

প্রথম প্রশ্ন ছিল: আমি গতকালকে গাইবান্ধা থেকে ঢাকায় ট্রেনে এসেছি। ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করতে বলা হয়েছিল এবং আমি গাইবান্ধা সরকারি কলেজে ইংরেজি তৃতীয় বর্ষে পড়ি। এটাও ট্রান্সলেশন ছিল।পাশাপাশি একটা শব্দ বাংলায় লিখে দেওয়া হয়েছিল আরেকটি ইংরেজিতে (ফরেন, মুমূর্ষ),সর্বশেষ দুইটা প্রশ্ন ছিল,প্রচলিত ও সাধু রীতির পার্থক্য কি এবং অধিকরণ কাকে বলে? দুই লাইনের অনেক বড় একটা ট্রান্সলেশন ছিল যেটা আমি পারিনি।

জান্নাতুল বুশরা
গাজীপুর

আমি জান্নাতুল বুশরা, গাজীপুর জেলা থেকে এসেছে, আমি সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছি। এবং আমাকে অনেকগুলোই প্রশ্ন করা হয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাস,একটি উদাহরণ দিতে বলেছে, তারপর কুমিরের কান্না কি, সে বিষয় জিজ্ঞেস করেছে, এবং আমার ডিপার্টমেন্ট কি এবং আমি কোথা থেকে এসেছি এগুলো জিজ্ঞেস করেছে এবং একটি ভয়েস চেঞ্জ করতে বলেছে।

এগুলি আমাকে জিজ্ঞেস করেছে। এর আগেও আমি আরও একটি ভাইভা দিয়েছি সেটি ছিল একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভাইভা। ওই ভাইভার পর এটা আমার দ্বিতীয় ভাইভা, ইনশাল্লাহ ভালো হয়েছে।

মিম খাতুন
টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল থেকে মিম খাতুন বলেছেন আমি পরীক্ষা দিতে এসেছি ইবতেদায়ী ভাষায়,স্যার এবং ম্যাডাম অনেক আন্তরিক ছিলেন। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সন্ধি কাকে বলে? আমার নামের অর্থ কি এবং আমি কোন বিষয়ে পড়াশোনা করেছি কোন কলেজ থেকে। সবশেষে মিম খাতুন দৈনিক শিক্ষাডটকম ও আমাদের বার্তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং বলেন দৈনিক শিক্ষা আমি ফলো করি।

মাসুমা আক্তার
গাইবান্ধা

গাইবান্ধা থেকে আসা মাসুমা আক্তার বলেন,অর্থনীতি বিভাগ থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছি। ভাইভা দিতে এসে আমি অনেক খুশি স্যার ম্যাডাম অনেক আন্তরিক ছিলেন। আমাকে প্রথম প্রশ্ন করা হয়েছে ভাষা কাকে বলে? বর্ণ কি? এবং একজন শিক্ষক হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীর সাথে আমার আচরণ কেমন হবে। আমি সঠিক উত্তর দিতে পেরেছি সব মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে।

পিংকি
টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল জেলা থেকে পিংকি বলেন, আমি ভাইভা দিয়েছি তিন মিনিটের মত। টোটাল তিনটা প্রশ্ন করা হয়েছিল প্রথম প্রশ্নটি ছিল বাংলা থেকে, কল্লোল শব্দের সমার্থক শব্দের অর্থ কি দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল বাংলাদেশের বিভাগ কয়টি সর্বশেষ প্রশ্ন।

মোঃ মামুন হাওলাদার
পটুয়াখালী

মোঃ মামুন হাওলাদার পটুয়াখালী জেলা থেকে বলেন,আমাকে মোট তিনটি প্রশ্ন করা হয়েছিল বাংলা থেকে আরবি করন।

প্রথম প্রশ্নটি ছিল পঞ্চম শ্রেণির আরবি কি? দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ এটা কি কোন কোরআনের আয়াত নাকি হাদিস, নাকি অন্য কিছু।তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল প্রথম শ্রেণীর আরবী কি? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর গঠন কি এবং সবগুলো সাবজেক্ট আমি পড়াতে পারবো কিনা।

হাসান মিয়া
বরগুনা

বরগুনা থেকে হাসান মিয়া বলেন, আমাকে মাত্র দুটি প্রশ্ন করা হয়েছিল একটি প্রশ্ন বাংলা থেকে অপরটি ইংরেজি থেকে। প্রথম প্রশ্নটি ছিল রবি ঠাকুরের ছদ্মনাম কি?দ্বিতীয় প্রশ্নটি স্যার মৌখিকভাবে (এডুকেশন শব্দটি) ইংরেজিতে বানান করেন আমি উচ্চারণ করে উত্তরটি জানিয়ে দেই।

আবুবকর সিদ্দীক
নরসিংদী

নরসিংদী থেকে আবুবকর সিদ্দীক বলেন, আজকের নিবন্ধন ভাইভা পরীক্ষা দিয়েছি স্কুল

পর্যায়ে টু ভাষা বাংলা ও ইংরেজি, প্রশ্ন আজকে সহজে করতেছে, সাবজেক্ট ভিত্তিক হালকা কিছু করছে আর হচ্ছে ইংরেজি বেশি জিজ্ঞেস করছে যে একটা সেন্টেন্স বলেন যে এটাতে এলফাবেট কয়টা আছে।আমার নামের অর্থ জানতে চাইলো, আবু মানে ছেলে,সিদ্দিক মানে, সত্যবাদী।

আছিয়া বাহার চৌধুরী ইভা
সিলেট

সিলেট জেলা থেকে আসা আছিয়া বাহার চৌধুরী ইভা বলেন, আজকে আমি ভাষা বিষয়ক পরীক্ষা দিতে এসেছি। প্রথমেই প্রশ্ন করেন আমার নামে একজন ব্যক্তি আছেন তিনি কে? আমি উত্তর করি ফেরাউনের স্ত্রীর নাম। আমি যেহেতু ভাষা বিষয়ক একজন ছাত্রী আমাকে বাংলা ভাষা থেকে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল। তারপর প্রশ্ন করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার বিখ্যাত চরিত্রর নাম কি? মহাকাব্য কি? তারপর প্রশ্ন ছিল ইরানের একজন কবির নাম, আমি উত্তর দিয়েছি মহাকবি ফেরদৌস,ওনার একটি মহাকাব্য সাহনামা।এবং ইংরেজি লিটারেচার থেকে জন মিল্টনের মহাকাব্যের একটি নাম বলো। উত্তর হবে প্যারাডাইস লস্ট।

রানী বর্মন
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ থেকে সপ্তমী রানী বর্মন বলেন,ভাইভা রুমে প্রবেশ করার পর ম্যাম আমাকে জিজ্ঞেস করল তোমার নাম কি, কোন জায়গা থেকে এসেছো। ইংলিশে সনেট কাকে বলে?সনেটের কয়টা অংশ,কয়টা লাইন। আমাকে একটা সেনটেন্স দিয়েছে, সেন্টেন্স লেখার পর, কোন টেন্সে আছে?

দৈনিক আমাদের বার্তা থেকে প্রশ্ন প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি যদি শিক্ষক হন তাহোলে কি করবেন? জবাবে বললেন, শিক্ষকতা একটি মহান পেশা আমি একজন শিক্ষক হলে অনেক খুশি হব।

জাহিদ হাসান
নওগাঁ

নওগাঁ জেলা থেকে আসা জাহিদ হাসান বলেন, ভাইভা বোর্ডে প্রবেশ করার পর, আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার নাম কি? আপনি কোন বিষয়ে পড়াশোনা করেন। আর্টিকেল থেকে কিছু প্রশ্ন করেছে, পার্টসঅপিস থেকে কিছু প্রশ্ন করেছে। আটিকেল থেকে আমাকে যে প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছিল, হি ইস ড্যাস ইডিয়েট, এখানে কোন আর্টিকেল বসবে।

নাসরিন আক্তার
গাইবান্ধা

গাইবান্ধা থেকে নাসরিন আক্তার বলেন, আমি আজ স্কুল দুই পর্যায়ের বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের

ভাইভা দিতে এসেছি। আমাকে ভাইভাতে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বাচ্চা যদি দুষ্টুমি করে তাহলে তাকে কিভাবে সামলাবেন। আমি উত্তর দিয়েছি কৌশল অবলম্বন করে শিখাবো। আমি ভাইভা বোর্ডে ২ মিনিটের মতন ছিলাম। আমার রেজাল্টের মার্ক আগে হয়ে গেছে তো। এজন্য ভাইভা বোর্ডে বেশিক্ষণ রাখে নি।

সাদিয়া আনোয়ার
গাইবান্ধা

গাইবান্ধা জেলা থেকে আসা সাদিয়া আনোয়ার বলেন, আমি ইংরেজি ডিপার্টমেন্ট থেকে এবার ফোর্থ ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছি। আমি যদি ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে, আমি ইংরেজি সাবজেক্ট কেন নিয়েছি সেই বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছে। ইংরেজিতে আমার কলেজ সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য জিজ্ঞেস করেছে। শব্দ কাকে বলে, কয়েকটি শব্দের উদাহরণ। কয়েকটি বাক্য, দ্বন্দ্ব এবং বানান লিখতে বলেছেন।

পঞ্চম দিনে মোট দশটি বোর্ডে দুই ব্যাচে ভাইভায় অংশ নেন প্রার্থীরা। প্রথম ব্যাচের পরীক্ষা সকাল সাড়ে ৯টায় ও দ্বিতীয় ব্যাচের পরীক্ষা বেলা সাড়ে ১১টায় শুরু হয়। গতকাল স্কুল-২ পর্যায়ের ২০১২৫৩৬৫১ থেকে ২০২০০৪০০২ রোল নম্বরধারীদের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অংশ নেয়। চতুর্থ দিন মোট ৬০০ জন প্রার্থীর ভাইভা নেয়া হয়। আগামী রোববার ২০২০০৪০৮৭ থেকে ২০২০৩৮২২২ রোল নম্বরধারীদের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ভাইভা অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে গত রোববার এই ভাইভা শুরু হয়। আগামী নভেম্বর অবধি প্রথম ধাপের ভাইভা অনুষ্ঠিত হবে। শিগগিরই দ্বিতীয় ধাপের ভাইভার সূচি প্রকাশ করবে এনটিআরসিএ। পর্যায়ক্রমে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোট ৮৩ হাজার ৮৬৫ জন প্রার্থী ভাইভায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাবেন।

মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অবশ্যই সব শিক্ষা সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট, এনআইডি বা জন্ম নিবন্ধন সনদ ও লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে আনতে হবে। যেহেতু এবার ভাইভার জন্য আলাদা প্রবেশপত্র দেয়া হয়নি, তাই লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রই মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে।এর আগে গত ২২ অক্টোবর বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) এক বিজ্ঞপ্তিতে মৌখিক পরীক্ষা শুরুর তারিখ জানানো হয়।

তার আগে গত ১৪ অক্টোবর অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে এনটিআরসিএ। গড় পাসের হার ছিলো ২৪ শতাংশ। তার আগে গত ১৫ মে ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। তাতে গড় পাসের হার ছিলো ৩৫ দশমিক ৮০ শতাংশ। স্কুল ও কলেজ পর্যায় মিলিয়ে মোট পাস করেন চার লাখ ৭৯ হাজার ৯৮১ জন চাকরিপ্রার্থী। গত ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারিতে ১৮ লাখ ৬৫ হাজার ৭১৯ জন আবেদন করলেও পরীক্ষায় অংশ নেন ১৩ লাখ ৪০ হাজার ৮৩৩ জন।

শিক্ষক নিবন্ধনের ষষ্ঠ দিনের ভাইভায় যেসব প্রশ্ন

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের ভাইভার প্রথম ধাপে গতকাল শনিবার ছিলো ষষ্ঠ দিন।এদিন যারা ভাইভা দিয়েছেন তারা দৈনিক আমাদের বার্তাকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন

মোহাম্মদ আলমগীর
চট্টগ্রাম

মোহাম্মদ অলিউল্লাহ
নোয়াখালী

আশরাফুল ইসলাম
সিরাজগঞ্জ

মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম
মেহেরপুর

মাহফুজুর রহমান
যশোর

মো. ফরহাদুল ইসলাম
কক্সবাজার

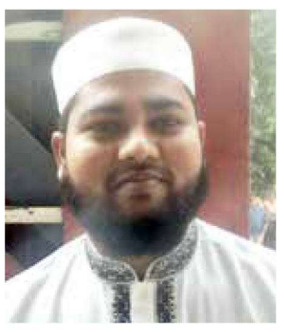
মো. শফিউল্লাহ
কক্সবাজার

মো. জাবের হাসান
চট্টগ্রাম

শাফিউল ইসলাম
লালমনিরহাট

জাসিয়া সুলতানা
কুমিল্লা

আখি আক্তার
ময়মনসিংহ

তাফাজ্জল হোসাইন
ময়মনসিংহের

তৌহিদ মোবাস্বির
নওগাঁ

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
বগুড়া

মো. সাইফুদ্দিন
বগুড়া

মো. মিজানুর রহমান
চট্টগ্রাম

মোহাম্মদ আলমগীর
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম থেকে মোহাম্মদ আলমগীর বলেন, আমার বিষয় ছিলো কুরআন, হাদিস শেখা ও তাজবীদ। ভাইভাতে যারা আমাদের পরীক্ষক ছিলেন তারা খুবই বন্ধুসুলভ ছিলেন। তারা আমাদের মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে যাতে আমরা খুব বেশি বিভ্রান্ত না হই। আমাকে প্রথমে আমার নাম জিজ্ঞাসা করেছে, আমি কোন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছি সেটাও জিজ্ঞাসা করেছে। আরবি এবং তাজবীদ বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করেছে। মদ কত প্রকার ও কি কি। মদের হরফ কয়টি।

মোহাম্মদ অলিউল্লাহ
নোয়াখালী

নোয়াখালী থেকে মোহাম্মদ অলিউল্লাহ বলেন, আমি জুনিয়র মৌলভী ভাইভাতে অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছি। আমি ভাইভা বোর্ডের সর্বপ্রথম সালাম দিয়ে প্রবেশ করেছি। আমাকে আমার পরিচয় ও আমার পড়াশোনার যোগ্যতা জিজ্ঞাসা করেছিলো। আমাকে টেবিল, টুপি এর আরবি কি জিজ্ঞাসা করেছে। আমাকে আরো জিজ্ঞাসা করেছিলো পায়জামার আরবি কি, কিন্তু এটার অর্থ আমার মনে ছিলো না।

আশরাফুল ইসলাম
সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ থেকে আশরাফুল ইসলাম বলেন, আমি আবেদন করেছিলাম জুনিয়র মৌলভী পদে। আমাকে প্রথমে আমার নাম জিজ্ঞাসা করেছিলো ও আমার নামের তাহকীক জিজ্ঞাসা করলো। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন নাবি শব্দটির তাহকিক কি। আমাকে একটা আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল আমি সেটার উত্তর দিয়েছি।

মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম
মেহেরপুর

মেহেরপুর থেকে মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম বলেন, আজকে আমার ভাইভার বিষয় ছিলো কুরআন মাজীদ, আরবি এবং এরাবিক বিষয়ের ভাইভা ছিলো। আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি আপনি শিক্ষক হন ছাত্রদের নিয়ে আপনাদের পরিকল্পনা কি। বাংলা ইংরেজি এবং আরবি বিষয়ে তিনটা বাক্য লিখতে বলেছিলো।

মাহফুজুর রহমান
যশোর

যশোর থেকে মাহফুজুর রহমান বলেন, আমার ইবতেদায়ি মৌলভীর ভাইভা ছিলো। আমাকে জিজ্ঞাসা করল আসসালামু আলাইকুম অর্থাৎ সালামের প্রথম আরবি অক্ষরটি কি? আলিফ এবং হামজার মধ্যে পার্থক্য কি? আমাকে পঞ্চম শ্রেণির একটা বই দিলো এবং এই বই থেকে কিছু পড়তে বললো ও আমার নাম আরবিতে লিখতে বললো।

মো. ফরহাদুল ইসলাম
কক্সবাজার

কক্সবাজার জেলা কুতুবদিয়া থানার, মো. ফরহাদুল ইসলাম বলেন, ভাইভাতে আমাকে মোট পাঁচটি প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রথমেই আমাকে আরবিতে আমার নাম লিখতে বললেন। তারপর, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং আমার বাবা একজন শিক্ষক এটার আরবিকরণ পাশাপাশি ইংরেজি থেকে হ্যাট বানান করতে বলা হয়েছিলো। সর্বশেষ প্রশ্নটি ছিলো বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম এর অর্থ কি? আলহামদুলিল্লাহ আমি সব উত্তর সঠিকভাবে দিয়েছি।

মো. শফিউল্লাহ
কক্সবাজার

কক্সবাজার জেলা, জুনিয়র মৌলভী পদে ভাইভা প্রাপ্ত মো. শফিউল্লাহ বলেন, আমাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে প্রথম প্রশ্নটা ছিলো মোহাম্মদ কোন সিকা এবং এর ওজন হিসেবে কোন সিগেল। আমি উত্তর করলে আবারো জানতে চাওয়া হয়, ইহদিনাস সিরাতুল মুস্তাকিম এর অর্থ কি? এবং শুধুমাত্র ইহদিনা অর্থ কি? সব মিলিয়ে দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে ভাইভা শেষ করেছে।

মো. জাবের হাসান
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম থেকে, ইবতেদায়ি মৌলভী পদে ভাইভা প্রাপ্ত মো. জাবের হাসান বলেন.প্রথম প্রশ্নটিই ছিলো আমার নামের সাথে কোন সাহাবীর নাম মিল আছে সে হাদিস সম্পর্কে আর জানা আছে কিনা? এবং আল্লাহর নবীর কয়জন ছেলে সন্তান ছিলো। কার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলো তার নাম কি ও বয়স কত? সর্বশেষ প্রশ্নটি ছিলো সূরা কাউসার-এর শানে নজুল।

শাফিউল ইসলাম
লালমনিরহাট

লালমনিরহাট জেলা থেকে শাফিউল ইসলাম বলেন, ভাইভা বোর্ডে স্যার ম্যাডাম অনেক আন্তরিক ছিলেন প্রথমেই একটি সেন্টেন্স বাংলা, ইংরেজি ও আরবিতে লিখতে দেয়া হয়েছিলো। পাশাপাশি বলা হয়েছিলো ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান কিভাবে করবো। যদি কখনো ছাত্র-ছাত্রীর প্রশ্নের উত্তর আমার জানা না থাকলে সেক্ষেত্রে আমি কি বলবো। সর্বশেষ উত্তরগুলো ভালোভাবে শেষ করতে পেরেছি।

জাসিয়া সুলতানা
কুমিল্লা

কুমিল্লা জেলা থেকে জাসিয়া সুলতানা বলেন, আজকে ইবতেদায়ি জুনিয়র মৌলভীর ভাইভা ছিলো, ভাইভা আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো হয়েছে। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, তাকিক কী? কোন জেলায় আমার বাড়ি, আমি কি পড়াশোনা করছি কিনা, কেনো এত তাড়াতাড়ি আমি ভাইভা তে অংশগ্রহণ করলাম। আমি বর্তমানে অনার্স প্রথম বর্ষে এবং ফাজিলে প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

আখি আক্তার
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলা থেকে আখি আক্তার বলেন, আমি জুনিয়র মৌলভী পোস্টের ভাইভা দিতে এসেছি। লাইফের প্রথম ভাইভা আমার এটা, প্রাথমিকভাবে আমি খুব নার্ভাস ছিলাম। মোটামুটি সব জায়গা থেকে পড়াশোনা করেছি কোথা থেকে প্রশ্ন আসবে বলা যায় না। এখানে আসার পর আমি যতটুকু হার্ড মনে করেছিলাম তার থেকে খুব সহজ। ভাইভা বোর্ডে ঢোকার পর আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো তোমার নাম কি? কোথা থেকে আসছেন? কিসে পড়েন? এই বয়সে পড়াশোনার পাশাপাশি কিভাবে চাকরি করবেন? আমি বলেছি আমি হচ্ছি আমার বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান। আমার বাবা অসুস্থ,আমি প্রথম সন্তান হয়ে যদি নিজের পড়াশোনার যদি নিচে না চালাতে পারি। তাহলে আমার পরিবারের ওপর চাপ পড়ে। এই কথাই বলেছি।

তাফাজ্জল হোসাইন
ময়মনসিংহের

ময়মনসিংহের তাফাজ্জল হোসাইন বলেন, জনপ্রিয় অনলাইন পত্রিকা দৈনিক শিক্ষা ডটকমের সকল দর্শকদের ধন্যবাদ জানাই, আজকে আমাদের ১৮ তম নিবন্ধনের মৌলভী পদের ভাইভা দিয়ে আমি আসছি। আমি ৯ নম্বর বোর্ডে ভাইভা দিয়েছি। ভাইভা বোর্ডে সচিব ছিলেন। আরো দুজন স্যার ছিলেন ওনারা আমাদের ভাইভা অত্যন্ত চমৎকারভাবে নিয়েছে। আমাকে প্রশ্ন করেছে লিখিত প্রশ্নের, প্রশ্ন থেকে তেলাওয়াত করতে এবং বাংলা অনুবাদ করতে বলেছেন। তাজবীদ এরাবিক আরবি সাহিত্যিক সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ওনারা করেছেন।

তৌহিদ মোবাস্বির
নওগাঁ

নওগাঁ জেলা থেকে ইবতেদায়ি মৌলভী পদ প্রাপ্ত তৌহিদ মোবাস্বির বলেন, শিক্ষকগুলো অনেক আন্তরিক ছিলেন, এলোমেলো কোনো প্রশ্ন করেনি প্রশ্নগুলো অনেক গুছালো ছিল। প্রথমত আমার নাম থেকে কিছু প্রশ্ন ছিলো ও শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ছিলো, শিক্ষা উপকরণ সংক্রান্ত কি কি হতে পারে যেমন: চক ডাস্টার, চেয়ার টেবিল, শ্রেণি বিভাগের নাম ইত্যাদি।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
বগুড়া

বগুড়া জেলা থেকে মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, প্রথমেই স্যার আমার ডকুমেন্টগুলো দেখেন এবং আমাকে প্রশ্ন করেন আমার নামের অর্থ কি, আরবিতে অনেক প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আমি সবগুলোর উত্তর দেই, সর্বশেষ আমার নিজ জেলা সম্পর্কে জানতে যাওয়া হয়। আমি বগুড়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সম্পর্কে বলে উত্তর শেষ করি।

মো. সাইফুদ্দিন
বগুড়া

বগুড়া জেলা থেকে মো. সাইফুদ্দিন বলেন, জুনিয়র মৌলভী পদে ভাইভা বোর্ডে শিক্ষকরা অনেক আন্তরিক ছিলেন। আমাকে আরবিতে নিজের সম্পর্কেই বলতে বলা হয়েছিলো এবং আরবি দ্বিতীয় পত্র মিজান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো।

মো. মিজানুর রহমান
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলা থেকে মো. মিজানুর রহমান বলেন,আমি আজকে জুনিয়র মৌলভিপদে ভাইভা দিতে এসেছি, শিক্ষক অনেক আন্তরিক ছিলো এবং প্রশ্নগুলো অনেক সহজ ছিলো। আমাকে হাদিস থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো হাদিস কত প্রকার ও কি কি এবং মদ ভেদাভেদ সম্পর্কে কিছু বলো।

ষষ্ঠ দিনে মোট দশটি বোর্ডে দুই ব্যাচে ভাইভায় অংশ নেন প্রার্থীরা। প্রথম ব্যাচের পরীক্ষা সকাল সাড়ে ৯টায় ও দ্বিতীয় ব্যাচের পরীক্ষা বেলা সাড়ে ১১টায় শুরু হয়। গতকাল স্কুল-২ পর্যায়ের ২০২০০৪০৮৭ থেকে ২০২০৩৮২২২ রোল নম্বরধারীদের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অংশ নেয়। ষষ্ঠ দিন মোট ৬০০ জন প্রার্থীর ভাইভা নেয়া হয়। আজ রোববার ২০২০৩৮৪১৭ থেকে ২২৫০০১০২৪ রোল নম্বরধারীদের ভাইভা অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে গত রোববার এই ভাইভা শুরু হয়। আগামী নভেম্বর অবধি প্রথম ধাপের ভাইভা অনুষ্ঠিত হবে। শিগগিরই দ্বিতীয় ধাপের ভাইভার সূচি প্রকাশ করবে এনটিআরসিএ। পর্যায়ক্রমে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোট ৮৩ হাজার ৮৬৫ জন প্রার্থী ভাইভায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাবেন।

মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অবশ্যই সব শিক্ষা সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট, এনআইডি বা জন্ম নিবন্ধন সনদ ও লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে আনতে হবে। যেহেতু এবার ভাইভার জন্য আলাদা প্রবেশপত্র দেয়া হয়নি, তাই লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রই মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে। এর আগে গত ২২ অক্টোবর বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) এক বিজ্ঞপ্তিতে মৌখিক পরীক্ষা শুরুর তারিখ জানানো হয়।

তার আগে গত ১৪ অক্টোবর অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে এনটিআরসিএ। গড় পাসের হার ছিলো ২৪ শতাংশ। তার আগে গত ১৫ মে ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়।

তাতে গড় পাসের হার ছিলো ৩৫ দশমিক ৮০ শতাংশ। স্কুল ও কলেজ পর্যায় মিলিয়ে মোট পাস করেন চার লাখ ৭৯ হাজার ৯৮১ জন চাকরিপ্রার্থী। গত ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারিতে ১৮ লাখ ৬৫ হাজার ৭১৯ জন আবেদন করলেও পরীক্ষায় অংশ নেন ১৩ লাখ ৪০ হাজার ৮৩৩ জন।

দৈনিক আমাদের বার্তা
আমরা আমাদের মতো
সোমবার • ৪ নভেম্বর ২০২৪ • ১৯ কার্তিক ১৪৩১

সপ্তম দিনে যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের ভাইভার প্রথম ধাপে গতকাল রোববার ছিলো সপ্তম দিন। এদিন যারা ভাইভা দিয়েছেন তারা দৈনিক আমাদের বার্তাকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন

গাইবান্ধা থেকে আসা মো. আল আমিন বলেন, আমার জুনিয়র মৌলভী পদে ভাইভা ছিলো। আমি প্রথমে সালাম দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে কুরআন সংকলন কে করেন, ওসমান (রা.) এর উপাধি কি, হযরত আবু বকর (রা.) কার পরামর্শ নিয়ে কুরআন সংকলন করেন। আরো জিজ্ঞাসা করেছে 'বা' এবং 'মিম' এর কায়দা কি, হযরত ওসমান (রা.) কে কেনো জুন্নুরাইন বলা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা থেকে আসা মো. বাইজিদ আহমেদ বলেন, আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইভা অনেক ভালো হয়েছে এবং প্রশ্নগুলো খুব সহজ ছিলো। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো মোজাবিদ কারী থেকে শিকা কয়টি, এরপর ফালাসিকা বলেন ও এটা কোন সিকা? তারপরে প্রশ্ন করেছিলেন হজ কত প্রকার ও কী কী ? আরো জানতে চাওয়া হয়েছে কোন হজ উত্তম। সর্বশেষ প্রশ্নটি ছিলো পবিত্র কোরআন মাজিদে জের,যবর, নুক্ত কে দিয়েছেন? আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি।

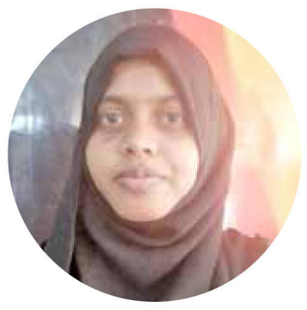

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা থেকে শুকরিয়া খাতুন বলেন,আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইভা ভালো হয়েছে। প্রথমে স্যার আমার নামের অর্থ জানতে চেয়েছিল,পরবর্তীতে ছয়টি শিকা বলতে বললেন,সর্বশেষ শুকরিয়া বলেন. আমি যেহেতু চাঁপাইনবাবগঞ্জের তারা আমাকে শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য বললেন। যদিও আমি বলতে পারিনি পরে স্যার অভয় দিয়ে আমার নাম লিখতে বললেন।

ঝিনাইদহ থেকে আব্দুল্লাহ আল আতিক বলেন, আমি ফুট প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজারভেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ভাইভা প্রাপ্ত। স্যার অনেক আন্তরিক ছিলেন। আমাকে প্রায় ছয় থেকে সাতটি প্রশ্ন করা হয়েছে যেমন: ফুট প্রসেসিং কাকে বলে, খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ করতে হয় কেনো? ফলমূল সংরক্ষণ করার কারণ কি? সর্বশেষ প্রশ্নটি ছিলো ফুট প্রসেসিং সেফটি অথরিটি কত খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়? আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভাইভা শেষ করেছি।

পটুয়াখালী জেলা থেকে এলিন বলেন, আমি এগ্রো ফুটস বিষয় থেকে ভাইভা দিতে এসেছি। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো জ্যাম ও জেলির মধ্যে পার্থক্য কি এবং বিএসপি এর ফুল মিনিং কি? উত্তর শেষ করে ভাইভা বোর্ড থেকে বের হয়ে আসি।

ময়মনসিংহের আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আমার বিষয় ছিলো জুনিয়র মৌলভী। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো দাখিল, আলিম, ফাযিল, কামিল কোথা থেকে পড়াশোনা করেছেন। আমার নাম আরবিতে লিখতে বললেন, তারকিব করতে বলেছেন। 'আপনি ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে আলিম পাস করেছেন' এটা আরবিতে বলতে বলেছে।

সিরাজগঞ্জ থেকে আসা জাকারিয়া হোসেন বলেন, আজকে আমার ভাইভা ছিলো ইবতেদায়ি মৌলভী, সালাম দিয়ে ঢোকার পর স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করল আপনার নাম কী? তারপর বলল একটি সূরা তেলাওয়াত করেন আমি কোরআন তেলাওয়াত করলাম। তারপর বললো যে পিতার আরবি কি? মায়ের আরবি কি?

কুড়িগ্রাম জেলা থেকে তাজুল ইসলাম বলেন, আমার বিষয় জুনিয়র মৌলভী এবং আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করেছে আপনার জেলা কোথায় এরপর আপনি শেষে কোন জায়গায় পড়াশোনা করেছেন? এবং কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন। শামিউন এবং সামিউন এর মধ্যে পার্থক্য কি? তারপর জিজ্ঞেস করেছে এক নম্বর মাখরাজ কি এবং হর্পে হাল কয়টি ও কি কি? এরপর বলেছে আফালে নাখেছা কয়টি।

ময়মনসিংহ থেকে আজিজুল্লাহ রাজি বলেন, আমার জুনিয়র মৌলভী পদে ভাইভা ছিলো। আমাকে একটা সূরা তিলাওয়াত করতে বলেছিলো ও কিছু হাদিস জিজ্ঞাসা করেছিলো। কিন্তু সেটার উত্তর আমি সঠিক দিতে পারিনি।

রাজশাহী থেকে মো. রায়হানুল ইসলাম বলেন, আমার নাম এবং নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলো। আরো জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি ছাত্র' ও 'ছাত্র এদিকে আসুন' এটার আরবি কি হবে ও রাজশাহীর একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বলেন।

সাতক্ষীরা থেকে আগত হাবিবুর রহমান বলেন, আমার ভাইভা কুরআন ও তাজবীদ বিষয় ছিলো। তাজবীদ সম্পর্কে কিছু আয়াত জিজ্ঞাসা করেছে ও কিছু শব্দর অর্থ জিজ্ঞাসা করেছেন। ভাইভাতে দুই মিনিটের মত ছিলাম।

নীলফামারী জেলা থেকে আহম্মাদ আবদুল্লাহ নাজীব বলেন, আমাকে আরবিতে কিছু প্রশ্ন করেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি উত্তরগুলো দিয়ে ভাইভা শেষ করেছি।

নেত্রকোণা থেকে তানজিমা আক্তার বলেন, আমি কোরআন তাজবিহ্ ফিকা ও আরবি বিষয় ভাইভা প্রাপ্ত। তানজিম আক্তার আরো বলেন, কয়েকটি প্রশ্ন দিয়ে উত্তর দিতে পারলেও দুইটা আরবি প্রশ্ন উত্তর দিতে পারিনি।

সপ্তম দিনে মোট দশটি বোর্ডে দুই ব্যাচে ভাইভায় অংশ নেন প্রার্থীরা। প্রথম ব্যাচের পরীক্ষা সকাল সাড়ে ৯টায় ও দ্বিতীয় ব্যাচের পরীক্ষা বেলা সাড়ে ১১টায় শুরু হয়। গতকাল স্কুল-২ পর্যায়ের ২০২০৩৮৪১৭ থেকে ২২৫০০১০২৪ রোল নম্বরধারীদের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অংশ নেন। সপ্তম দিন মোট ৫৭৬ জন প্রার্থীর ভাইভা নেয়া হয়। আজ সোমবার ২০৮০০০০১৯ থেকে ২২৮০০২৩৭৩ রোল নম্বরধারীদের মধ্যে ভাইভা অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে গত (২৭ অক্টোবর)এই ভাইভা শুরু হয়। আগামী নভেম্বর অবধি প্রথম ধাপের ভাইভা অনুষ্ঠিত হবে। শিগগিরই দ্বিতীয় ধাপের ভাইভার সূচি প্রকাশ করবে এনটিআরসিএ। পর্যায়ক্রমে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোট ৮৩ হাজার ৮৬৫ জন প্রার্থী ভাইভায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাবেন। মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অবশ্যই সব শিক্ষা সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট, এনআইডি বা জন্ম নিবন্ধন সনদ ও লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে আনতে হবে। যেহেতু এবার ভাইভার জন্য আলাদা প্রবেশপত্র দেয়া হয়নি, তাই লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রই মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে।এর আগে গত ২২ অক্টোবর বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) এক বিজ্ঞপ্তিতে মৌখিক পরীক্ষা শুরুর তারিখ জানানো হয়।

তার আগে গত ১৪ অক্টোবর অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে এনটিআরসিএ। গড় পাসের হার ছিলো ২৪ শতাংশ। তার আগে গত ১৫ মে ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। তাতে গড় পাসের হার ছিলো ৩৫ দশমিক ৮০ শতাংশ। স্কুল ও কলেজ পর্যায় মিলিয়ে মোট পাস করেন চার লাখ ৭৯ হাজার ৯৮১ জন চাকরিপ্রার্থী। গত ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারিতে ১৮ লাখ ৬৫ হাজার ৭১৯ জন আবেদন করলেও পরীক্ষায় অংশ নেন ১৩ লাখ ৪০ হাজার ৮৩৩ জন।

দৈনিক আমাদের বার্তা
আমরা আমাদের মতো
মঙ্গলবার • ৫ নভেম্বর ২০২৪ • ২০ কার্তিক ১৪৩১

অষ্টম দিনে যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের ভাইভার প্রথম ধাপে গতকাল সোমবার ছিলো অষ্টম দিন। এদিন যারা ভাইভা দিয়েছেন, তারা দৈনিক আমাদের বার্তাকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন।

অষ্টম দিনে মোট দশটি বোর্ডে দুই ব্যাচে ভাইভায় অংশ নেন প্রার্থীরা। প্রথম ব্যাচের পরীক্ষা সকাল সাড়ে ৯টায় ও দ্বিতীয় ব্যাচের পরীক্ষা বেলা সাড়ে ১১টায় শুরু হয়। গতকাল স্কুল-২ পর্যায়ের ২০৮০০০০১৯ থেকে ২২৮০০২৩৭৩ রোল নম্বরধারীদের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অংশ নেন। অষ্টম দিন মোট ৫৮৫ জন প্রার্থীর ভাইভা নেয়া হয়। আজ সোমবার ২১০০০০০১৯ থেকে ৩০১০০১১০৭ রোল নম্বরধারীদের মধ্যে ভাইভা অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে গত (২৭ অক্টোবর) এই ভাইভা শুরু হয়। আগামী নভেম্বর অবধি প্রথম ধাপের ভাইভা অনুষ্ঠিত হবে। শিগগিরই দ্বিতীয় ধাপের ভাইভার সূচি প্রকাশ করবে এনটিআরসিএ। পর্যায়ক্রমে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোট ৮৩ হাজার ৮৬৫ জন প্রার্থী ভাইভায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাবেন।

মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অবশ্যই সব শিক্ষা সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট, এনআইডি বা জন্ম নিবন্ধন সনদ ও লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে আনতে হবে। যেহেতু এবার ভাইভার জন্য আলাদা প্রবেশপত্র দেয়া হয়নি, তাই লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রই মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে।এর আগে গত ২২ অক্টোবর বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) এক বিজ্ঞপ্তিতে মৌখিক পরীক্ষা শুরুর তারিখ জানানো হয়।

তার আগে গত ১৪ অক্টোবর অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে এনটিআরসিএ। গড় পাসের হার ছিলো ২৪ শতাংশ। তার আগে গত ১৫ মে ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। তাতে গড় পাসের হার ছিলো ৩৫ দশমিক ৮০ শতাংশ। স্কুল ও কলেজ পর্যায় মিলিয়ে মোট পাস করেন চার লাখ ৭৯ হাজার ৯৮১ জন চাকরিপ্রার্থী। গত ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারিতে ১৮ লাখ ৬৫ হাজার ৭১৯ জন আবেদন করলেও পরীক্ষায় অংশ নেন ১৩ লাখ ৪০ হাজার ৮৩৩ জন।

সাতক্ষীরার শ্যামনগর থেকে **অভিজিৎ** বলেন, আমি ভাইভা বোর্ডে তিন থেকে চার মিনিট ছিলাম। আমার বিষয় ছিল জেনারেল ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্কস।আমাকে আমার সাবজেক্টের বিষয়ে দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন করেছেন। আমাকে রেজিস্ট্যান্স ও সার্কিট সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন করেছেন। কোন প্রেসার ছিল না তিনজন স্যার ছিলেন।

কুষ্টিয়া থেকে আসা **আবু হুরাইরা** বলেন,আজকে আমার ভাইভার বিষয় ছিল, জেনারেল ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্কস। প্রথমে আমার নাম এবং আমার বাসা কোথায়? ট্রানজিস্টর কী? ইন্ডাক্টর কী? ক্যাপাসিটর কী? এগুলোই আমাকে জিজ্ঞাস করেছেন। মোটামুটি তিন থেকে চার মিনিট ছিলাম।

খুলনা থেকে আসা **মেহেরুন নেসা** বলেন, আজকে আমার ৭ নম্বর গ্রুপের এ গ্রুপে পরীক্ষা ছিল। আমার ভাইবার বিষয়বস্তু ছিল জেনারেল ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্কস। আমাকে সাবজেক্ট ভিত্তিক প্রশ্ন করা হয়েছে। আনুষঙ্গিক অন্য কোন প্রশ্ন আমাকে করা হয়নি। প্রশ্ন ছিল আমাদের যে প্রাকটিক্যাল বেজ, সেই প্র্যাকটিকাল বেজ থেকে একটা বাতিকে দুই জায়গায় কিভাবে রূপান্তর করা হয়।

গাইবান্ধা জেলা থেকে আসা **রাসেল আহমেদ** বলেন, জেনারেল ইলেকট্রনিক ওয়ার্কস বিষয়ক প্রথমে আমাকে প্রশ্ন করেন, কিলোওয়াট এবং হটস পাওয়ারের মধ্যে পার্থক্য কী? এবং সুইচ, ওয়ারিং সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল।

মেহেরপুর থেকে **মাসুম হোসেন** বলেন,আজকে মূলত আমার বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধনের ভাইভা ছিল। স্যারেরা খুব আন্তরিক ছিলেন। আমাকে আমার সাবজেক্ট ট্রেড বিষয় থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। ভোল্টেজ, কারেন্ট,ওয়ারিং এর কাজ কিভাবে সম্পন্ন করা যায়। কিভাবে ইলেকট্রন ফ্লু হয়, কিভাবে কাজ করে।সব দিয়ে আমি তিন থেকে চার মিনিট ভাইভা বোর্ডে ছিলাম।

দিনাজপুর জেলা থেকে আসা **রবিউল ইসলাম** বলেন। আলহামদুলিল্লাহ ভাইভা অনেক ভালো হয়েছে ও প্রশ্নের উত্তর গুলো দিতে পেরেছি। আমার প্রথম প্রশ্ন কি ছিল ওহম কে আবিষ্কার করেছেন এবং ওহম এর সূত্র কি? পরবর্তী প্রশ্নটি ছিল জেনারেল ডায়ার ও সাধারণ ডায়ার এর পার্থক্য কি?

পটুয়াখালী থেকে আসা **জিল্লুর রহমান** বলেন, আমার সাবজেক্ট ছিল জেনারেল ইলেকট্রনিক্স বিষয়ক। আলহামদুলিল্লাহ ভাইভাতে প্রশ্ন অনেক সহজ ছিল এবং শিক্ষক অনেক আন্তরিক ছিলেন। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সার্কেল এবং প্যারালার সার্কেল ও হোম এপ্লায়েন্স থেকে কিছু প্রশ্ন করেছেন। আমি সঠিকভাবে উত্তর শেষ করি এবং আশা করি চাকরিটা আমার হবে।

বরিশাল জেলা থেকে আসা **রাশেদ খান** বলেন, আলহামদুলিল্লাহ ভাইভা অনেক ভালো হয়েছে, শিক্ষক অনেক আন্তরিক ছিলেন। প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন করেন আমি কোন টেকনোলজি নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আমি বললাম ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি তারপর বললেন ইলেকট্রিক্যাল কি এবং ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স এর মধ্যে পার্থক্য কি? সর্বশেষ প্রশ্ন ছিল কারেন্ট ভোল্টেজ রেজিস্টেন্স সম্পর্কে বলুন, পাশাপাশি তার এবং কেবলের মধ্যে পার্থক্য কি? ও সেল এবং ব্যাটারির মধ্যে পার্থক্য কি?

সাতক্ষীরা থেকে **কল্যাণ হাওলাদার** বলেন, প্রথমে আমাকে কলিং বেল কিভাবে নিয়ন্ত্রন করে। পরবর্তী প্রশ্নটি করেছিলেন মটর ও জেনারেটর কিভাবে কাজ করে? এবং মটর ও জেনারেটর থেকে আমরা কি বিদ্যুৎ পাই? এসি না ডিসি? পরবর্তীতে আমি উত্তর দিয়ে করে ভাইভা শেষ করি।

খুলনা জেলা থেকে আসা **আছমা সুলতানা মিম** বলেন, জেনারেল ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্কস বিষয়ক প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ইলেকট্রনিক্স কী? ও বেসিজ ইলেকট্রনিক্স এ কি কি ডিভাইস নিয়ে আলোচনা করা হয় ?তারপরে প্রশ্নটি ছিল ট্রানজিস্টর কি? এবং একটি আইসি অংকন করে দেখান। আই সি আমরা কি কি কাজে ব্যবহার করি এমপ্লিফায়ার আমাদের কি কাজে লাগে?

কিশোরগঞ্জ জেলা থেকে **জুনায়েদ** বলেন, জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল ওয়ার্ড বিষয় থেকে প্রথমে আমাকে প্রশ্ন করেন ইলেকট্রিক বিষয়ে কিছু বলুন? পরবর্তী প্রশ্ন ছিল প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে শেখাবো একজন শিক্ষক হিসেবে সেটা দেখাতে বললেন। আমি উত্তর শেষ করলে স্যার বললেন এবার আপনি আসতে পারেন।

খুলনা জেলা থেকে আসা **কাজী হাবিবুর রহমান** বলেন,আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে বেসরকারি পলিটেকনিকের সংখ্যা কয়টি ছিল? আমি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি।অন্যটি হচ্ছে কালার কোড।এইটারও আমি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। আমাকে জিজ্ঞেসা করা হয়েছিল সার্কিটের উপাদান কয়টি আমি পেরেছিলাম। এছাড়া আমাকে আর কোন প্রশ্ন করা হয়নি।

দিনাজপুর থেকে আসা **শামীম রেজা** বলেন, ১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধনের ভাইভা দিতে এসেছি। আমার ভাইভার বিষয় ছিল জেনারেল ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্কস।সালাম দিয়ে ভাইভা বোর্ডে ঢুকলাম। তিনজন সদস্য ছিলেন একজন ম্যাডাম ও দুজন স্যার।ওনারা আমার কাগজপত্র চাইলেন কাগজপত্র দিলাম। যেহেতু আমি একটি প্রাইভেট পলিটেকনিকে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত রয়েছি। আমাকে ইনডাকসন মটর, জেনারেটর এই সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছে।

নওগাঁ জেলা থেকে আসা **সোহেল রানা** বলেন, আজকে আমার জেনারেল ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে ভাইভা ছিল। আমি মূলত ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টের। আমাকে বেশ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ট্রানজিস্টর কী?ট্রানজেস্টরের প্রকারভেদ? গেট কী? অরগেট কী?এই বিষয় গুলোই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন।

দৈনিক আমাদের বার্তা
আমরা আমাদের মতো
বুধবার • ৬ নভেম্বর ২০২৪ • ২১ কার্তিক ১৪৩১

নবম দিনে যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের ভাইভার প্রথম ধাপে গতকাল মঙ্গলবার ছিলো নবম দিন। এদিন যারা ভাইভা দিয়েছেন, তারা দৈনিক আমাদের বার্তাকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন।

নবম দিনে মোট দশটি বোর্ডে দুই ব্যাচে ভাইভায় অংশ নেন প্রার্থীরা। প্রথম ব্যাচের পরীক্ষা সকাল সাড়ে ৯টায় ও দ্বিতীয় ব্যাচের পরীক্ষা বেলা সাড়ে ১১টায় শুরু হয়। গতকাল মঙ্গলবার স্কুল-২ পর্যায়ের ২১০০০০০১৯ থেকে ৩০১০০১১০৭ রোল নম্বরধারীদের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অংশ নেন। নবম দিন মোট ৬৪১ জন প্রার্থীর ভাইভা নেয়া হয়। আজ বুধবার ৩০১০০১১২৩ থেকে ৩০১০০৯৭৫১ রোল নম্বরধারীদের মধ্যে ভাইভা অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে গত ২৭ অক্টোবর এই ভাইভা শুরু হয়। আগামী নভেম্বর অবধি প্রথম ধাপের ভাইভা অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় ধাপের ভাইভার সূচি প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। দ্বিতীয় ধাপে ১৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভাইভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। পর্যায়ক্রমে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোট ৮৩ হাজার ৮৬৫ জন প্রার্থী ভাইভায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাবেন।

ভাইভায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অবশ্যই সব শিক্ষা সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট, এনআইডি বা জন্ম নিবন্ধন সনদ ও লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে আনতে হবে। যেহেতু এবার ভাইভার জন্য আলাদা প্রবেশপত্র দেয়া হয়নি, তাই লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রই মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে। এর আগে গত ২২ অক্টোবর বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) এক বিজ্ঞপ্তিতে মৌখিক পরীক্ষা শুরুর তারিখ জানানো হয়।

তার আগে গত ১৪ অক্টোবর অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে এনটিআরসিএ। গড় পাসের হার ছিলো ২৪ শতাংশ। তার আগে গত ১৫ মে ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। তাতে গড় পাসের হার ছিলো ৩৫ দশমিক ৮০ শতাংশ। স্কুল ও কলেজ পর্যায় মিলিয়ে মোট পাস করেন চার লাখ ৭৯ হাজার ৯৮১ জন চাকরিপ্রার্থী। গত ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারিতে ১৮ লাখ ৬৫ হাজার ৭১৯ জন আবেদন করলেও পরীক্ষায় অংশ নেন ১৩ লাখ ৪০ হাজার ৮৩৩ জন।

গাইবান্ধা জেলা থেকে আসা, উজ্জ্বল কুমার বর্মন বলেন, আমার বিষয় ছিলো ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন। ভাইভায় স্যারেরা খুব আন্তরিক ছিলো। আমাকে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে সেগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছি। গাইবান্ধা থেকে অনেক আশা নিয়ে এসেছি ঢাকাতে, চাকরিটা আমার হবে। ভাইভায় প্রশ্ন ছিলো, পিপি সম্পর্কে, ট্রেডের অন্য বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছে। যেমন ওয়েল্ডিং কী? ফেব্রিকেশন কী?

রংপুর জেলা থেকে আসা অলিউল ইসলাম দৈনিক আমোদের বার্তাকে বলেন, আমার বাসা রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানা। আমি টেক্সটাইলে ড্রেস মেকিংয়ে পরীক্ষা দিয়েছে আজ। প্রথমে আমার নাম জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো। আমার প্রশ্নগুলো ছিলো, প্যাটার্ন কী? মার্কার কী? একটা পোশাক তৈরি করতে কী কী মেশিন লাগে? সেই মেশিনগুলোর বিভিন্ন পার্টস এর নামগুলো কী কী?

বাগেরহাট জেলা থেকে আসা রবিউল ইসলাম দৈনিক আমাদের বার্তাকে তার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাকে প্রথমে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আপনার বাসা কোথায়? নিজের সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলো। কী করেন? আমি উত্তর দিয়েছি- চাকরি করি। তারপরে বললেন, কী চাকরি করেন? আমি বললাম ল্যাব সহকারী হিসেবে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করছি। আমাকে বলা হয়েছিলো রডের কাজ কী? আচ্ছা মনে করেন, আমি একটা টাই দুই কর্নার করতেছি। তাহলে এর লেন্থ কতটুকু হবে? আমি বললাম টু ডি।

গাইবান্ধা থেকে আসা আবু সাঈদ সম্রাট দৈনিক আমাদের বার্তাকে বলেন, আজকে আমার ভাইভা ছিলো। ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন। আলহামদুলিল্লাহ, স্যারেরা যথেষ্ট আন্তরিক ছিলো এবং আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ যা যা প্রশ্ন করার দরকার ছিলো তারা প্রশ্ন করেছেন। যেমন- ওয়েল্ডিংয়ের মেইন ফ্যাক্টর সর্ম্পকে প্রশ্ন ছিলো, পিপি সম্রূপকে ছিলো। স্যার আমাদেরকে খুব ভালোভাবে গাইড করেছেন। ইনফ্যাক্ট জাস্টিফাই করেছেন, বিষয়গুলো আমরা জানি কিনা। তারপর ওয়েল্ডিংয়ের পজিশন এবং একজন আদর্শ ওয়েল্ডার হিসেবে কোন গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, এছাড়াও অন্যান্য প্রশ্ন করেছিলো। এই ছিলো আজকে আমার ভাইভার অভিজ্ঞতা।

সিরাজগঞ্জ থেকে এসেছেন হুমায়ুন কবীর, তিনি দৈনিক আমাদের বার্তাকে তার অভিজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, আমি এনটিআরসিএতে এবার ভাইভা পরীক্ষা দিলাম। ভাইভা বোর্ডের অনেক অভিজ্ঞতা আছে, স্যার অনেক বন্ধুসুলভ আচরণ করেছেন আমাদের সঙ্গে। এটা আমার অনেক ভালো লেগেছে। বেসিক কিছু প্রশ্ন করেছিলেন, যেগুলো পারার মত ছিলো। প্রশ্ন করেছিলো দুই তিনটি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- কাপড়ের গুণাবলী এবং সুতার গুণাবলী কী? এই ছিলো আজকে আমার ভাইভার অভিজ্ঞতা।

দিনাজপুর থেকে আসা প্রিয়াঙ্কা রায় বলেন, আমি দিনাজপুর পলিটেকনিকে পড়াশোনা করেছি। আজকে আমার ভাইভা ছিলো ট্রেড ইন্সটেক্টর বিষয়ে। আমাকে তেমন কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু আমার বাবার নাম, মায়ের নাম। কোন ট্রেডে পরীক্ষা দিচ্ছি। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, ইট নিয়ে। ইট কাটলে ওটাকে কী বলে? কীভাবে কাটলে কোন ক্লোজওয়ার হয়? এই ছিলো আজকে আমার ভাইভার বিষয়।

রংপুর জেলা থেকে আসা আসাদ মিয়া বলেন, আমার বিষয় ছিলো বিল্ডিং মেইনটেনেন্স। আমাকে ভাইভাতে চেয়ারম্যান স্যার প্রশ্ন করেছিলো। আমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমার মায়ের নামের বানান জিজ্ঞেস করেছিলেন। এরপরে আমার ডিপার্টমেন্টের স্যারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ডিপার্টমেন্টের স্যার আমাকে বলেছিলেন রংয়ের কাজ কী? আমি যথাযথ উত্তর দিতে পেরেছিলাম।

বরিশাল থেকে আসা সবুজ বৈরাগী দৈনিক আমাদের বার্তাকে বলেন, আজকে আমার ভাইভার বিষয় ছিলো টেক্সটাইল। আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করেছিলো, তোমার নাম কী? কোথা থেকে পড়াশোনা করেছো? প্যাটার্ন কী? শেড কী? আমি ভাইভা বোর্ডে দুই থেকে তিন মিনিট ছিলাম।

জয়পুরহাট থেকে আসা আহসান হাবীব জাকারিয়া বলেন, আজকে আমার ভাইভা ছিলো ড্রেস মেকিং সাবজেক্টের ওপর। আজকে আমার প্রথম ভাইভা। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো সুইং কোয়ালিটি সম্পর্কে, ফেব্রিক কোয়ালিটি সম্পর্কে, সবগুলোর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। খুব বেশি প্রশ্ন করা হয়নি আমাকে।

সিরাজগঞ্জ থেকে আসা নাহিদ হোসেন বলেন, আমি সিভিল টেকনোলজিতে পড়াশোনা করেছি। এখানে আমার সাবজেক্ট ছিলো বিল্ডিং মেইনটেনেন্স। ভিতরে প্রবেশ করার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তোমার নাম কী? এরপর বিল্ডিং মেইনটেনেন্স বলতে কী বোঝায়? এরপর আমি বললাম পানি নিষ্কাশন, ইত্যাদি। এই ছিলো আজকে আমার প্রশ্ন।

পিরোজপুর জেলা থেকে আসা অমরেশ মন্ডল বলেন, আমার বিষয় অ্যাপেরাল ম্যানুফ্যাকচারিং। প্রথমে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কোথা থেকে আমি পড়াশোনা শেষ করেছি, দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিলো কাউন্ট কী? কত প্রকার ও কী কী? পরের প্রশ্নটি ছিলো ডাইং এর টু পার্সেন্ট এর মানে কী? পাশাপাশি প্রশ্ন ছিলো ডাইংয়ের বিষয়ে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়? সর্বশেষ প্রশ্ন ও স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমার টিচিং প্রফেশনে আসার ইচ্ছা আছে কিনা?

দিনাজপুর জেলা থেকে আসা ফেরদৌস হাসান অনি বলেন, আমি প্রথমে দৈনিক শিক্ষাডটকমকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, তারা আমাদের সব সময় অথেনটিক প্রতিবেদনগুলো তুলে ধরে। আমাকে আমার সাবজেক্টের সঙ্গে রিলেটেড কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে, বিল্ডিং মেইনটেন্সের জন্য কী কী বিষয়ে আমরা খেয়াল রাখবো। আমি সর্বমোট দুই থেকে তিন মিনিট ছিলাম।

মেহেরপুর জেলার সোহেল রানা বলেন, আমার আজকের ভাইভার বিষয়টি ছিলো ড্রেস মেকিং, ভাইভাতে তেমন কোনো প্রশ্ন করেনি আজকে। সাধারণ বেসিক কিছু প্রশ্ন করেছে, তার মধ্যে পড়াশোনা কোথা থেকে করেছি? আমার যে বিষয়ের ওপর বেসিক কিছু প্রশ্ন, যেমন- ব্রয়লারের তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকে কেনো? এই তাপমাত্রা বাড়াতে বা কমাতে গেলে কী কী করতে হবে। দুই মিনিট করে রেখেছে, যেহেতু এখানে অনেকটাই অল্প সময়ের মধ্যে ৮৪ হাজারের মত পরীক্ষার্থী আছে এই সবগুলো শেষ করার জন্য হয়তো কম সময় লাগছে। এই ছিলো আজকে আমার ভাইভার অভিজ্ঞতা।

দৈনিক আমাদের বার্তা
আমরা আমাদের মতো
বৃহস্পতিবার • ৭ নভেম্বর ২০২৪ • ২২ কার্তিক ১৪৩১

দশম দিনে যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের ভাইভার প্রথম ধাপে গতকাল বুধবার ছিলো দশম দিন। এদিন যারা ভাইভা দিয়েছেন, তারা দৈনিক আমাদের বার্তাকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন।

দশম দিনে মোট দশটি বোর্ডে দুই ব্যাচে ভাইভায় অংশ নেন প্রার্থীরা। প্রথম ব্যাচের পরীক্ষা সকাল সাড়ে ৯টায় ও দ্বিতীয় ব্যাচের পরীক্ষা বেলা সাড়ে ১১টায় শুরু হয়। গতকাল বুধবার স্কুল-২ পর্যায়ের ৩০১০০১১২৩ থেকে ৩০১০০৯৭৫১ রোল নম্বরধারীদের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অংশ নেন। দশম দিন মোট ৬০০ জন প্রার্থীর ভাইভা নেয়া হয়। আজ বৃহস্পতিবার ৩০১০০৯৭৫৮থেকে ৩০১০১৫১৫২ রোল নম্বরধারীদের মধ্যে ভাইভা অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে গত ২৭ অক্টোবর এই ভাইভা শুরু হয়। আগামী নভেম্বর অবধি প্রথম ধাপের ভাইভা অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় ধাপের ভাইভার সূচি প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। দ্বিতীয় ধাপে ১৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভাইভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। পর্যায়ক্রমে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোট ৮৩ হাজার ৮৬৫ জন প্রার্থী ভাইভায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাবেন।

ভাইভায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অবশ্যই সব শিক্ষা সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট, এনআইডি অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদ ও লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে আনতে হবে। যেহেতু এবার ভাইভার জন্য আলাদা প্রবেশপত্র দেয়া হয়নি, তাই লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রই মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে। এর আগে গত ২২ অক্টোবর বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) এক বিজ্ঞপ্তিতে মৌখিক পরীক্ষা শুরুর তারিখ জানানো হয়।

তার আগে গত ১৪ অক্টোবর অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে এনটিআরসিএ। গড় পাসের হার ছিলো ২৪ শতাংশ। তার আগে গত ১৫ মে ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। তাতে গড় পাসের হার ছিলো ৩৫ দশমিক ৮০ শতাংশ। স্কুল ও কলেজ পর্যায় মিলিয়ে মোট পাস করেন চার লাখ ৭৯ হাজার ৯৮১ জন চাকরিপ্রার্থী। গত ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারিতে ১৮ লাখ ৬৫ হাজার ৭১৯ জন আবেদন করলেও পরীক্ষায় অংশ নেন ১৩ লাখ ৪০ হাজার ৮৩৩ জন।

সিরাজগঞ্জ থেকে আসা **আলপনা** দৈনিক আমাদের বার্তাকে বাংলা বিষয়ে ভাইভার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেন, বাংলা থেকে অনেক সহজ প্রশ্ন করা হয়েছিলো আমাকে। যাইহোক মোটামুটি পেরেছি। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো সমাস কাকে বলে? সন্ধি এবং সমাসের মধ্যে পার্থক্য কী?

চট্টগ্রাম থেকে আসা **ইব্রাহীম রায়হান** দৈনিক আমাদের বার্তা কে বলেন, আমাকে ভাইভা বোর্ডের দুটো প্রশ্ন করা হয়েছে। একটি হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ, অন্যটি হচ্ছে মঙ্গলকাব্যের নাম। ভাইভা বোর্ডে সর্বমোট আমি এক মিনিটের মতন ছিলাম।

ভোলা জেলা থেকে আগত **মো. মেহেদী হাসান** জানান, আজকে আমার সরকারি শিক্ষক বাংলা বিষয়ে ভাইভা ছিলো। ভাইভা বোর্ডে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো,আমার নাম কী? আমি কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছি? আমাকে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দুই মিনিট বক্তব্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আমি দিয়েছিলাম।

কক্সবাজার জেলা থেকে আসা **যায়েদুর রহমান** বলেন, আমার ভাইভার বিষয় ছিলো বাংলা। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো ধ্বনি কী এবং বাকযন্ত্র কী? ইশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে কী বলা হয়? এছাড়া আমাকে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

বরিশাল জেলা থেকে আসা **সজীবুল ইসলাম** বলেন, আমাকে ভাইভা বোর্ডে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো মধ্যযুগের কাল কত খ্রিষ্টাব্দ থেকে? তারপরে বলা হয়েছিলো মধ্যযুগের কয়েকটি সাহিত্য সম্পর্কে বলেন? আমি বললাম শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, পদ্মাবতী, ।তারপরে বললেন পদ্মাবতীর লেখক কে?

চট্টগ্রাম থেকে আসা **ইকরামুল আলম** চৌধুরী দৈনিক আমাদের বার্তাকে বলেন, আজকে আমার ভাইভা ছিলো বাংলা বিষয়ে। আমাকে ভাইভা বোর্ডে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো বাংলা গদ্য রীতির প্রবর্তক কে? তার বাড়ি কোথায়? ধ্বনি এবং বর্ণের ভেতর পার্থক্যটা কী?

বগুড়া থেকে আসা **ফাতেমা আক্তার** বলেন, আজকে আমার বাংলা বিষয়ে ভাইভা ছিলো। ভাইভা বোর্ডে ঢোকার পর ম্যাম আমার নাম জিজ্ঞাসা করেছেন, তারপরে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো বাংলা সাহিত্যের পাঁচজন পঞ্চপান্ডব রয়েছে,তাদের নাম বলতে পারবেন কী? আমি সঠিক উত্তর দিতে পেরেছিলাম। ৩০ দশকের বিশেষত্বটা কী হবে? তারপরে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো আপনি কেনো এই পেশায় আসতে চান? আমি বলেছিলাম ছোটবেলা থেকেই শিক্ষকতা পেশা আমার খুব পছন্দের।

পটুয়াখালী জেলা থেকে আসা **ফজলে রাব্বি** বলেন, সর্বপ্রথম আমি দৈনিক শিক্ষাডটকম ও দৈনিক আমাদের বার্তাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, তারা আমাদের ভাইভা বিষয়ে প্রত্যেকদিন ভিডিয়ো ছাড়েন, যেটা দেখে আমরা খুবই উপকৃত হই। আজকে আমার ভাইভার বিষয় ছিলো বাংলা। আমাকে নজরুল সাহিত্য থেকে মূলত ধরেছে। অনার্স এবং মাস্টার্স এর সিলেবাস কি ছিলো। আমি ভাইভা বোর্ডে তিন থেকে চার মিনিট ছিলাম।

পটুয়াখালী জেলা থেকে আসা **সজিব** বলেন, আজকে এখানে আমার বাংলা বিষয়ে ভাইভা ছিলো। প্রশ্ন খুবই সহজ করেছে। ভাইভা বোর্ডে ঢোকার পরে নাম নিয়ে অনেক প্রশ্ন করে। যাদের নাম সংক্ষিপ্ত করা থাকে তাদের নামের অর্থ জিজ্ঞেস করা হয়। অনেক সময় নামের বিপরীত শব্দ জিজ্ঞাসা করা হয়। বাংলা থেকে আমাকে একটা উপন্যাসের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো এ ছাড়াকিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

সিরাজগঞ্জ থেকে আসা **মাকসুদা খাতুন** বলেন, আজকে আমার বাংলা সহকারী শিক্ষকের ভাইভা ছিলো। ভাইভা বোর্ডে ঢোকার পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো কোথা থেকে এসেছি? কোথায় পড়াশোনা করেছি? তারপরে বহিপীর থেকে প্রশ্ন করেছিলো, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌র লালসালু থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো আমাকে। হৈমন্তী থেকে প্রশ্ন করেছে। রবীন্দ্রনাথের বিষয় থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো।

হবিগঞ্জ থেকে আসা **ইয়াসিন মিয়া** বলেন, আপনার নাম কী? আপনার জেলা কোথায়? কোথা থেকে পড়াশোনা করেছেন? আপনি ছোট গল্প বুঝেন কিনা? প্রবন্ধ কাকে বলে? প্রবন্ধ ও ছোট গল্পের মধ্যে পার্থক্য কী? কবিতা এবং ছোট গল্পের ভিতর পার্থক্য আছে কিনা?

ঝালকাঠি থেকে আসা **মালবিকা সরকার** বলেন, আজকে আমাদের বাংলা বিষয়ে ভাইভা ছিলো। ভাইভা বোর্ডে ঢোকার পর আমার নাম আমার বাবা মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়। আমার নামেরঅর্থ কী? আমার নামে কোনো গান আছে কী? পরে আমাকে ছন্দসম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। ছন্দের বৈশিষ্ট্য গুলো কী কী? ভাইভা বোর্ডের সবাই অনেক আন্তরিক ছিলেন।

চট্টগ্রাম জেলা থেকে আসা **খন্দকার রেদেওয়ানুল আজিম** বলেন, ভাইভা বোর্ডে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো আপনি কোথা থেকে এসেছেন? নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো।

কুমিল্লা জেলা থেকে আসা **কামরুল ইসলাম** বলেন, আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পূর্ণ করেছি। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় সাহিত্য কাকে বলে? কবিতা কী? ছন্দ কি? ছন্দ কত প্রকার? আমি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিলাম। স্যারেরা ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে আসতে বললেন।